তারিখ... 23 APR 2013
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ...

দৈনিক
ইত্তেফাক

কৃষি শিক্ষা আবশ্যিক বিষয় হওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ

বাংলাদেশ একটি কৃষি প্রধান দেশ। যে দেশে ৮৫% লোক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির ওপর নির্ভরশীল। আপামর জনগণের দুঃখ-দুর্দশা, জীবনবাজি, সর্বোপরি জনসংখ্যাকে জনদায় থেকে মুক্তির মানসপটে আত্মকর্মসংস্থানমূলক ভূমি চাষ বা কৃষি (Agriculture) যে সমস্ত যুগোপযোগী তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। কারণ তার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা যার মূল চাবিকাঠি হচ্ছে এ কৃষি। সেই কৃষিজ দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনের বা কল-কারখানার যাবতীয় দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদনের বা কল-কারখানার যাবতীয় উপকরণ সরবরাহের কাঁচামাল হিসেবে একমাত্র বাংলার এ আকাশ, মাটি, আবহাওয়া, জলবায় ইত্যাদিই যথেষ্ট। অর্থাৎ যা সংক্ষেপে কৃষিজাগার, উৎপাদনাগার, রাসায়নাগার, আত্মকর্মসংস্থানাগার বলা অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত। যার একমাত্র মাধ্যম হিসেবে এ 'কৃষি শিক্ষা' বিষয়ের সম্প্রসারণ অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ। তাই এতো যুগোপযোগী কর্ম উন্নয়নাগার হওয়া সত্ত্বেও কেন আজ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের (সকল) অধীনে মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য 'কৃষি শিক্ষা' ঐচ্ছিক বিষয়ে পরিণত হলো তা অত্যন্ত পরিতাপের এবং সমগ্র জাতির জন্য হতাশাব্যঞ্জক ও দুঃখজনক। তাছাড়া এটাও কথিত যে, বিদেশী সাহায্যের বরাদ্দকৃত টাকার অধিকাংশই আসে এ কৃষিখাতে। তাই বর্তমান সরকারই কৃষির উন্নয়নের আবশ্যকতা বা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতার গুরুত্ব হাতে-নাতে উপলব্ধির ফলস্বরূপ নতুন পদ সৃষ্টির মাধ্যমে মাধ্যমিক, নিম্নমাধ্যমিক ও মাদ্রাসা পর্যায়ে 'কৃষি শিক্ষা' বিষয়ে পাঠদানের জন্য উপযুক্ত সহকারী শিক্ষক (কৃষি) পদে নিয়োগের কাজ সুসম্পন্ন করেছে। তাই কৃষির এ বাস্তবধর্মী কর্মমুখী শিক্ষাকে উন্নয়নমুখী, উর্ধ্বমুখী গতিধারায় ত্বরান্বিত এবং গুরুত্ব সহকারে আন্তর্জাতিক তুল্যমানে ধরে রাখার মানসে 'কৃষি শিক্ষাকে' অনতিবিলম্বে আবশ্যিক বিষয়সমূহের অন্যতম ধারক-বাহক করতঃ যথাযথ কর্তৃপক্ষের সুষ্ঠু বিবেকের প্রতি রইলো একগুচ্ছ সুবিবেচনা।

হীরালাল বড়ুয়া,
গ্রাম-পেরুল, লাকসাম, কুমিল্লা।